তারিখ ... 17 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৬ ...

প্রথম আলো

আবাসনসংকটে সাড়ে ৩৬ হাজার শিক্ষার্থী

সুজন ঘোষ, চট্টগ্রাম ●

ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা দখল করে নিতে পারেন—এই আশঙ্কায় চট্টগ্রাম নগরের তিনটি সরকারি কলেজের ছয়টি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি কমার্স কলেজের ছাত্রাবাসটি ২৭ বছর ধরে বন্ধ। আর গত বছরের ডিসেম্বরে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষের পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম কলেজের তিনটি ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস। একই কারণে সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের দুটি ছাত্রাবাসও বন্ধ রয়েছে। এসব ছাত্রাবাস শিগগির খুলে দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানায় কলেজ কর্তৃপক্ষ।

সরকারি এই তিন কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে ৩৬ হাজার। তিনটি কলেজেই উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আবাসন সুবিধা না থাকায় শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত টাকা খরচ করে শহরের বিভিন্ন মেসে থাকতে হচ্ছে। এর মধ্যে একমাত্র সরকারি কমার্স কলেজের ১০০ আসনের ছাত্রীনিবাস চালু রয়েছে।

নগরের আগ্রাবাদ এলাকার সরকারি কমার্স কলেজে ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে কয়েক দফা ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এসব ঘটনায় মারা যান তিন ছাত্র। পরে ১৯৮৯ সালের মে মাস থেকে ছাত্রাবাসটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই অনির্দিষ্টকাল এখনো শেষ হয়নি। চারতলা ছাত্রাবাস ভবনটি এখন জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে।

কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র জিয়াউদ্দিন বাবলু ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ছাত্র আরিফুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, ছাত্রাবাসে থাকলে মাসে থাকা-খাওয়া বাবদ একজন শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা খরচ হতো। এখন মেসে থাকার কারণে মাসে সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা খরচ হয়। এতে

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

আবাসনসংকটে সাড়ে ৩৬ হাজার শিক্ষার্থী

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিবারের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। এ ছাড়া ছাত্রাবাসে পড়াশোনার যে পরিবেশ থাকে মেসে তা থাকে না।

সরকারি কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আইয়ুব ভূঁইয়া *প্রথম আলো*কে বলেন, আশির দশকে বিবদমান দুটি ছাত্রসংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে একাধিক ছাত্র খুন হন। এসব ঘটনায় ছাত্রাবাসটি ওই সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এখন ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা দূর হয়েছে, তা বলা যাবে না। তাই আপাতত ছাত্রাবাস খুলে দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই।

গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে চট্টগ্রাম কলেজের শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা। এই ঘটনার জের ধরে ওই দিনই কলেজের শেরেবাংলা ছাত্রাবাস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছাত্রাবাস, ড. আবদুস সবুর চৌধুরী ছাত্রাবাস ও হজরত খাদিজাতুল কোবরা (রা.) ছাত্রীনিবাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। তিন ছাত্রাবাসে আসন রয়েছে ৫১৬টি ও ছাত্রীনিবাসে আছে ১০৮টি।

সরকারি কলেজের বন্ধ ছাত্রাবাসগুলো খুলে দিলে বিশৃঙ্খলা বাড়বে বলে মনে করেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও চট্টগ্রামের ইস্ট ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মুহাম্মদ সিকান্দার খান। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, ছাত্রসংগঠনগুলো এসব ছাত্রাবাসের দখল নিতে আবার নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে জড়িয়ে পড়বে। কলেজ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এ ঝামেলায় যেতে রাজি হবে না। তবে ছাত্রাবাসগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে না রেখে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বিকল্প উপায়ে পরিচালনা করা যায় কি না, সেটি ভেবে দেখতে কলেজ কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে এক যুগের বেশি সময় ধরে ছাত্রলীগ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছিল। নেতাদের অভিযোগ, ১৯৮৬ সালের পর থেকে ছাত্রাবাসগুলো ছাত্রশিবিরের আখড়ায় পরিণত। সেখানে সাধারণ শিক্ষার্থীরা থাকতে পারতেন না। ছাত্রলীগ এখনো ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ রাখার পক্ষে।

কলেজের স্নাতকোত্তরের ছাত্র আমজাদ হোসেন বলেন, ছাত্রাবাসগুলো দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় আবাসন সমস্যা প্রকট হয়েছে। ছাত্রাবাসগুলো খুলে দেওয়া দরকার। খুলে দেওয়ার পর ছাত্রাবাসগুলোর পূর্ণ নিরাপত্তা এবং অবৈধ ও বহিরাগতরা যাতে থাকতে না পারে, সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

তবে চট্টগ্রাম কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতা মাহমুদুল করিম *প্রথম আলো*কে বলেন, ছাত্রাবাসগুলো খুলে দেওয়া হলে দেখা যাবে শিবিরের নেতা-কর্মীরা আবারও সেখানে অবস্থান নিয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করবে।

তবে অভিযোগের বিষয়ে ছাত্রশিবিরের কোনো নেতার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। শিবিরের তিনজন নেতার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ফোন নম্বরগুলো বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ জেসমিন আক্তার *প্রথম আলো*কে বলেন, বিশেষ পরিস্থিতির কারণে এই মুহূর্তে কলেজের ছাত্রীনিবাস ও ছাত্রাবাসগুলো চালু করার কোনো পরিকল্পনা নেই। এ ব্যাপারে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদেরও কোনো দাবি নেই বলে জানান তিনি।

নগরের চকবাজার এলাকায় চট্টগ্রাম কলেজের বিপরীত পাশে মহসিন কলেজের অবস্থান। চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষের ঘটনার জের ধরে এ কলেজেরও দুটি ছাত্রাবাস গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মহসিন মুসলিম ছাত্রাবাস ও নতুন ছাত্রাবাস নামের দুটি ছাত্রাবাসে ৮০টি করে মোট ১৬০টি আসন রয়েছে। এই কলেজের প্রায় ৬ হাজার ছাত্রীর জন্য কোনো ছাত্রীনিবাস নেই।

কলেজের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রী আফরোজা কামাল ও পিংকি ধর *প্রথম আলো*কে বলেন, ছাত্রীনিবাস না থাকায় বাধ্য হয়ে মেসে থাকতে হয়। এতে অনেক বেশি টাকা খরচ হয়। আবার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধাও পাওয়া যায় না।

সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ অঞ্জন কুমার নন্দী কলেজে শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকটের বিষয়টি স্বীকার করে *প্রথম আলো*কে বলেন, বিশেষ পরিস্থিতির কারণে কলেজের ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। আপাতত এসব ছাত্রাবাস খোলার কোনো চিন্তাভাবনা নেই।